দর্শনায় কর্মমুখী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় তিন মাস ব্যাপী সুইং মেশিন, মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেট্রিক্যাল ইসলেশন মেইন্টেনেন্স প্রশিক্ষণের এর উদ্বোধন হয়েছে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএস এফের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিবার্হী পরিষদের সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক।

এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাসীন আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম ফিট্টু, এ্যাভোকেট কাজল মাহমুদ, প্রশিক্ষণ বিভাগের উপ-পরিচালক জহির রায়হান ও একই বিভাগের অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, ১ম ব্যাচের রাকিবুল ইসলাম ও চতুর্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী বর্তমান উদ্যোগতা রূপা খাতুন, প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নিশাদ খান, হেনা খাতুন ও মিরাজ উদ্দিন ও ৩টি ব্যাচে ৭৫ জন বেকার কিশোর-কিশোরী।

এসব প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরী অথবা নিজেই তাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবে বলে বক্তারা বলেন। প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন সুইং মেশিন আপারেশনে রাশিদা খাতুন ও হাসনা জাহান, মোবাইলের প্রশিক্ষণ দেবেন আমিনুল কাশেম ও শাহাদত হোসেন সেতু এবং ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে শামীম রেজা।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মনিরুল ইসলাম।

হরিণাকুণ্ডে নৌকার মাঝি ফারুক

আগামী ৩০ জানুযারি অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন পৌর সভার তৃতীয় ধাপের নির্বাচনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভায় আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন ফারুক হোসেন।

গতকাল শনিবার বিকেলে গণভবনে দলটির মনোনয়ন বোর্ডে সভা শেষে রাতে এ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়।

ফারুক হোসেন পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি ২০০২ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

সাবেক এই ছাত্রনেতা একজন পরিচ্ছন্ন নেতা হিসেবে ইতোমধ্যে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যপক আস্থা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে দলের দুর্দিনে রাজপথে তার সাহসী ভূমিকার কারণে বেশ কয়েকবার নির্যাতিত হয়েছেন ও কারাবরণ করেছেন। ১/১১ পরবর্তী সময়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তি আন্দোলনেও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন তিনি। তার এ মনোনয়নে তৃণমূল নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

তরুণ সাহসী এই নেতাকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ায় গতকাল রবিবার দিনভর শহরের পাড়া মহল্লায় দলীয় নেতাকর্মী, সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছাস ও আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা গেছে এবং তারা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ।

গাংনী পৌরসভা নির্বাচন: ত্রিমুখী লড়াই

এম এফ রুপক
কে হবে গাংনী পৌরবাসীর অভিভাবক, কে ধরবে গাংনী পৌরসভার হাল, কে

শীষের জয় হবে।

শতভাগ সুষ্টু ও উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট হবে বলে রিটার্নিং অফিসার আহম্মেদ আলী জানান, এবার ইভিএম’এ ভোট গ্রহণ করা হবে। আমাদের সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

দেদারছে পুকুর খনন করে মাটি বিক্রি

একের পর এক আবাদি জমিতে ইটভাটা ও পুকুর খনন করায় মেহেরপুরের গাংনী এলাকায় ক্রমশ কমে যাচ্ছে আবাদি জমি। জমির শ্রেণি পরিবর্তনে সরকারি কোন দৃশ্যমান পদক্ষেপ না থাকায় জমির মালিকগণ যত্রতত্র পুকুর খনন ও ইটভাটা তৈরি করছেন। পকুর খননের নামে দুই ও তিন ফসলি জমি কেটে মাটি বিক্রির হিড়িক পড়েছে। পুকুর খননের নিয়ম না মানলেও প্রশাসনিক পদক্ষেপ না থাকায় যত্রতত্র পুকুর খনন করা হচ্ছে। অপরদিকে আবাদি জমি কমে যাওয়ায় আগামীতে খাদ্যশস্য সংকট দেখা দিতে পারে বলে আশংকা করছে কৃষি বিভাগ।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসের হিসেব মতে এ উপজেলায় বছর পাঁচেক আগে আবাদি জমি ছিল ২৮ হাজার ৫৬৬ হেক্টর। বর্তমানে এ জমি কমে দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ১১৪ হেক্টর। বিশেষ করে আমন ও সবজি আবাদের জমি ক্রমশ কমেছে। ইটভাটা নির্মাণ ও পুকুর খনন ছাড়াও যত্রতত্র বসতবাড়ি নির্মাণ করায় জমি কমছে বলে মতামত দিয়েছেন কৃষি বিভাগ।

সরেজমিনে গাংনীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ও এলাকাবাসির সাথে আলাপ করে পাওয়া গেছে নানা তথ্য। যুগিরগোফা গ্রামের হাসেম আলী জানান, এ গ্রামের মুন্দাইল বিলে দেড়শ বিঘা জমি ছিল। গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও ধনী অ্যালবার্ট বিশ^◌াস মাঠে ৩০ বিঘা জমিতে পুকুর খনন করেন। পরে স্থানীয় খালের মুখ বন্ধ হওয়ায় অন্যান্যদের নীচু জমি জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। একসময় ওই জমির মালিকরা তাদের জমি পানির দরে অ্যালবার্ট বিশ^◌াসের কাছে বিক্রি করে দেন। এভাবে মাঠের সিংহভাগ

জমিতে তিনি পুকুর কেটেছেন। অথচ ওই জমির দলিলে লেখা আছে ধানী জমি।

একইভাবে ষোলটাকা জোড়পুকুর বামন্দী ছাতিয়ানসহ বিভিন্ন এলাকায় আবাদি জমিতে পুকুর আর ইটভাটা তৈরি করা হয়েছে। অনেকেই বসতবাটি স্থাপন করছেন। পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবার যেমন বিভক্ত হয়ে পড়ছে তেমনি একেকজন জমির শ্রেণি পরিবর্তন না করেই গড়ে তুলছেন আবাস স্থল। আবার অনেকেই যাতায়াত সুবিধার জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করছেন ফসলি জমিতে। এভাবেই কমছে আবাদি জমি। অনেকেই জমির শ্রেণি পরিবর্তনের বিষয়টি বোঝেন না।

সচেতন মহলের মতে, ধানী জমি বাড়ি, পুকুর ও বাগানের শ্রেণি থাকলেও ইটভাটার কোনশ্রেণি নেই। অথচ এ উপজেলায় অন্তত ৪২টি ইটভাটা রয়েছে। আর এ ইটভাটার মাটি যোগান দিতে অনেকেই আবাদি জমির মাটি বিক্রি করছে। এতে জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হচ্ছে। আবার অনেকেই ইটভাটায় মাটি বিক্রি করতে পুকুর খনন করছে। ফলে জমির মালিক বিনা খরচে পুকুর খনন করতে পারছে সেই সাথে পাচ্ছেন মোটা অংকের টাকা।

গাংনী উপজেলায় মাটি বিক্রির একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। তারা অনেকেই রাজনৈতিক ছত্রছায়াই অবস্থান নিয়ে মাটি বিক্রি চালিয়ে আসছে। হিন্দা গ্রামের সামসুদ্দিন ওরফে সামু’র ছেলে মফিজুল ইসলাম বিভিন্ন ইটভাটা মালিকের সাথে বাৎসরিক চুক্তির মাধ্যমে মাটি বিক্রি ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন ভাটামালিক তাকে প্রতি ট্রাক বাবদ একটি কমিশন নিয়ে থাকেন। তিন বছর যাবত ব্যবসা করছেন বলে জানান তিনি।

মাটি বিক্রি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এমন কথা জানানো হলে তিনি বলেন জানি কিন্তু প্রয়োগ নেই তাই অনেকেই করছেন এ ব্যবসা। তিনি স্কেবিটর ভাড়া করে পুকুর খননের কাজ করেন।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শাহাবুদ্দিন আহমেদ জানান, বর্তমানে একই আবাদি জমিতে বহুমূখী শস্যের চাষ হওয়ায় ও উন্নত এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল আবাদের কারণে খাদ্য ঘাটতি নেই। যেভাবে আবাদি জমির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে তাতে একসময় খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে চরমে। এখনই এর প্রতিকার হওয়া দরকার।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নুর-ই আলম সিদ্দিকী জানান, যে কোন লোক তার ইচ্ছা করলে জমির শ্রেণি পরিবর্তন করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে জেলাপ্রশাসক বরাবর আবেদন করে অনুমতি নিতে হবে। অন্যথায় জেল জরিমানা হতে পারে। ইতোমধ্যে কয়েকজনের অভিযোগের

প্রেক্ষিতে অভিযান চালানো হয়েছে এবং জরিমানা করা হয়েছে। আগামীতেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম জানান, শুধু মেহেরপুরে নয়, সারা দেশেই ২% হারে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। আবাসনসহ নানাভাবেই জমি কমছে। পুকুর খননে তেমন সমস্যা নেই তবে পুকুরের মাটি ইটভাটায় বিক্রি নিয়ে নানা সমস্যা। এ ব্যাপারে প্রশাসন কাজ করছে এবং আগামীতেও কাজ করবে।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে ফেনসিডিল ও গাজা সহ ১ জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২৪ বোতল ফেনসিডিল এবং ২ কেজি গাঁজা সহ ১জন মাদক ব্যবসায়িকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায় দর্শনা থানার ওসি জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান কাজল এর নেতৃত্বে গতকাল দুপুর ২ ঘটিকার সময়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার এস আই মোঃ সাইফুল ইসলাম,এ এস আই হারুন অর রশিদ, এ এস আই মারুফুল ইসলাম ও সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা থানাধীন মদনা গ্রামের গেট পাড়া থেকে মোজাম্মেল হাজীর মেহগনি বাগানের মধ্যে হইতে অভিযান চালিয়ে ২৪ বোতল ফেনসিডিল এবং ২ কেজি গাঁজা সহ আসামি মোঃ হাবিবুর রহমান (২৫) কে আটক করা হয়।

আসামী হাবিবুর পিতা-মোঃ মুকুল আলী, মাতা-মোছাঃ মাজেদা খাতুন এর ছেলে, গ্রেফতার কৃত আসামী মোঃ হাবিবুর চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ঝাঝাডাঙ্গা বেলে মাঠপাড়া গ্রামের বাসিন্দা । গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এসময় উপস্থিত ছিলেন বারাদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি নাজিম উদ্দিন, মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুল ইসলাম শফি, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন মুলুক, ওয়ার্ড সভাপতি মুক্তি, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আল মামুন, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও ইউপি সদস্য আরমান আলী, সমাবেশে বক্তারা বলেন, ছোট জেলা হিসেবে মেহেরপুর এতদিন ছিল অবহেলিত। স্বাধীনতার স্মৃতিবিজোড়িত এই জেলাটিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি ছিলো দীর্ঘদিনের। তবে সে অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মেহেরপুরে “মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়” অনুমোদন দেওয়ায় উচ্ছসিত জেলার মানুষ। শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা । এতে জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হলো।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা বেলাল উদ্দিন মানিক, সাজ্জাদ হোসেন মুলাম, শফিকুল ইসলাম শফি, রানা, স্বাধীন, কচিমুদ্দিন ও প্রমুখ।

মুজিবনগরে হোয়াইট স্টোন ফুলকপি’র শেয়ারিং মিটিং

মেহেরপুরের মুজিবনগরে আর মালিক সীডের উদ্যোগে হোয়াইট স্টোন ফুলকপি‘র রেজাল্ট শেয়ারিং মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে বিশ্বনাথপুর বাজার মোড়ে এ রেজাল্ট শেয়ারিং মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

এ আর মালিক সীডের পরিবেশক বেলাল হাসান বিপ্লবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মার্কেট ডেভেলমেন্ট এক্সিউটিভ মো: আবু

রায়হান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন টি.এস.এম.ই সিদ্দিকুর রহমান, সাপোট স্টাপ দেলোয়ার হোসেন ও চাষী আকবর হোসেন প্রমুখ। এ সময় শতাধিক চাষি মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন।

সেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘মেহেরপুর ভাবনার’ শীতবস্ত্র বিতরণ

পৌষের কনকনে শীতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ‘মেহেরপুর ভাবনা’ নামক একটি সামাজিক সংগঠন।

রবিবার বিকেলে মেহেরপুর ভাবনার উদ্যোগে ও মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের এস এস সি ব্যাচ-২০০৯ এর সহযোগিতায় প্রায় ৮০ পিছ কম্বল ও ১০০ পিছ বাচ্চাদের হুডি বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিল সংগঠনটির সভাপতি তানভীর আল মামুন, তিনি বলেন আমরা এই ভাবে মানুষের পাশে দাড়াতে চাই,এবং সকল ভালো কাজের পাশে থাকতে চাই। সামনে আরও অনেক ভালো কাজ আসছে ইনশাআল্লাহ্ সে গুলো সফল করতে পারবো।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ, প্রধান সমন্বয়কারী রাতুল, আহমেদ, রাহুল, নুসরাত, জামাল, টিনা, মিম, রশ্নী, জুই, দ্বীপ, মাইমুনা, ফরিদ প্রমুখ।

হরিণাকুণ্ডুতে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী

পরিবর্তনের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের ঘোষিত মেয়র প্রার্থীতা পরিবর্তনের দাবীতে পৌর আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রবিবার দুপুরে উপজেলার দোয়েল চত্বরে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাজেদুল ইসলাম টানু মল্লিকের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক রবিউল ইসলাম পিলু মল্লিক, উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক ও জেলা পরিষদ সদস্য আশরাফুল হক জুয়েল, সাবেক উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম, উপজেলা শ্রমীক লীগের আহবায়ক আব্দুল হান্নান, যুগ্ম আহবায়ক আনিচুর রহমান লিটন সহ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে নেতৃবৃন্দ আসন্ন হরিণাকুণ্ডু পৌরসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ঘোষিত মনোনীত প্রার্থী মোঃ ফারুক হোসেনের নাম বাতিল করে প্রকৃত আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবী জানান।

বক্তব্যে তারা বলেন, ফারুক হোসেন কখনো কোন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতিকের পক্ষে কাজ করেনি, সব সময় বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে, আমরা আশাকরি নিশ্চয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

এসময় নেতৃবৃন্দ আরও বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত নির্বাচন গুলোতে বিদ্রোহী প্রার্থী ও তাদের সহযোগীদের দলীয় মনোনয়ন না দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। সে আলোকেই অবিলম্বে নতুন প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি পূণর্বিবেচনার দাবী জানান।